প্রথম আলো

তারিখ 11 JUN 2012
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

বিভাগ-শিক্ষার্থী আছে, নেই শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর ●

দুই বছর আগে রংপুর কারমাইকেল কলেজে মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিভাগ খোলা হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভাগ দুটিতে একজন শিক্ষকও নেই। শুধু তাই নয়, এ দুটি বিভাগের কোনো কার্যালয়, শ্রেণীকক্ষ এবং সেমিনারকক্ষও নেই। অথচ সম্মান শ্রেণীর দুটি শিক্ষাবর্ষে বিভাগ দুটিতে বর্তমানে ২৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি রয়েছেন। এ অবস্থায় ভোগান্তির পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবনে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

রংপুর কারমাইকেল কলেজ

কলেজ প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ২০১০-১১ সেশনে ওই দুটি বিভাগে ৬৫ জন করে ১৩০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। পরবর্তী শিক্ষাবর্ষেও একই সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। কিন্তু শিক্ষার্থী ভর্তি করা হলেও বিভাগ দুটির কোনো কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়নি, নিয়োগ দেওয়া হয়নি একজন শিক্ষকও। ব্যবস্থাপনা ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের দুজন শিক্ষককে দায়িত্ব দিয়ে কোনোরকমে শিক্ষার কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, শিক্ষক ও বিভাগীয় কার্যালয় না থাকায় তাঁরা ব্যাপক ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। পাশাপাশি শিক্ষাজীবনের ভবিষ্যৎ নিয়েও তাঁরা শঙ্কিত। এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা একাধিকবার মানববন্ধন ও শিক্ষামন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন। কিন্তু কোনো কাজ হয়নি।

ফিন্যান্স বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী আতিকুর রহমান বলেন, 'অনেক আশা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু সেই স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।' একই বিভাগের শিক্ষার্থী মৌমিতা পাল বলেন, ভাবতে অবাক লাগে, দুটি বিভাগ খোলা হয়েছে, শিক্ষার্থীও ভর্তি করা হয়েছে। অথচ কোনো কার্যালয় নেই, নেই কোনো শিক্ষক।

মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনাসহ অন্যান্য বিষয়ে দেখাশোনার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষক আবদুর রাজ্জাককে। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, নতুন চালু হওয়া এ বিভাগ দুটিতে প্রয়োজনীয় কোনো কিছুই নেই। শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি দুই বছরেও। এ নিয়ে প্রতি মাসেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়ে জানানো হচ্ছে। কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। ফিন্যান্স বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে হিসাববিজ্ঞানের শিক্ষক সুজন শাহীকে। যোগাযোগ করা হলে তিনিও একই কথা বলেন।

এ ব্যাপারে কলেজ অধ্যক্ষ দীপকেন্দ্র নাথ দাস বলেন, সম্মান শ্রেণীর নতুন দুটি বিভাগ হয়েছে। এখানে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করছেন। শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার জন্য একাধিকবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জানানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেন, এ জন্য ব্যবস্থাপনা ও হিসাববিজ্ঞানের দুজন শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।